দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 28 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিআইটি'কে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত সবকিছু বর্জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় লেখাপড়ার মান এক হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র নামের কারণে চাকুরিসহ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে রাজশাহী বিআইটি'র ছাত্র-ছাত্রীরা। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা না করলে আগামী ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিআইটি'র নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন করবে তারা।

দেশের বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রকৌশল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ১৯৬২ সালে তৎকালীন সরকার রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করে। ১৯৬৪ সালে মূল কর্মকাণ্ড শুরু হয় কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে। শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদিত ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তখনকার রাজশাহী শহরের প্রান্তে কাজলায় প্রায় ১৫০ একর জমিতে শুরু হয় প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়াতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। ১৯৬৪ সালের ৮ আগষ্ট প্রথম ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থাকাকালীন এর প্রশাসনিক পরিচালনা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিমালা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। আর প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামোর উন্নয়ন ও মেরামত সরকারের গণপূর্ত বিভাগের অধীনে থাকায় প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনা ত্রিপক্ষীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল। এতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও অগ্রগতিতে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হতো। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদকে সভাপতি করে ১৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৯৮২ সালের ১৯শে মার্চ তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদ জুলাই, ১৯৮২ থেকে দেশের চারটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়কে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বিআইটি) নামে ডিগ্রী প্রদানকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ১৯৮৬ সালের ১২ মার্চ তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ স্বাক্ষরিত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের পহেলা জুলাই থেকে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলো বিআইটিতে রূপান্তরিত হয়। রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে ২৩০০ ছাত্রছাত্রী গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী পায়।

রাজশাহী বিআইটিতে বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ৯০ জন। শিক্ষকদের মধ্যে ৯ জন প্রফেসর এবং ২৫ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারী। বিআইটিতে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ আবাসিক সুবিধার্থে ১টি ছাত্রী হলসহ ৫টি আবাসিক হল আছে। বিআইটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর সেমিস্টার ও গ্রেড পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করায় শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত হয়। অথচ ডিগ্রী নেবার পর চাকরির প্রতিযোগিতায় মূল্যায়ন হয় নিচের গ্রেডে ... বিভিন্ন কলেজের বিজ্ঞান শাখা থেকে এইচএসসি ... করেই ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয়। যেমনটি হয় বুয়েটে ... সমমানের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সার্টিফিকেটের ... আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শি... ক্ষেত্রে বিদেশে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ... বরাদ্দের ক্ষেত্রেও তুলনামূলক কম বাজেট হওয়ায় শি... উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সার্ভিস রুলস না থ... প্রশাসনিক এবং হল সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যাহত হচ্ছে। সার্ভিস রুলস না থাকায় প্রশাসনিক এবং হল সং... কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ ... না থাকায় পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র প্রদানে জটিলতা, এ... সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই সমস্যাসমূহ সমাধানে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ঘো... দেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জি... কাছে দাবী জানিয়েছে। ২০০০ সালের ১লা জুন রাজ... বিআইটি'র সমাবর্তনে রাজশাহী-২ আসনের বিএন... সংসদ সদস্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর র... মিনু ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিগত সরকার আমলে বি... দলীয় নেত্রী থাকাকালীন রাজশাহী বিআইটিকে প্রকৌ... বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছিলে... এর বাস্তবায়ন না হলে তারা আগামী শিক্ষাবর্ষের ... পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন ...বার, কর্ম... দিয়েছে। এছাড়া তারা ক্লাস বর্জন ও পরীক্ষা ব... কর্মসূচী পালন করছে।